

মডিউল- ১

# ইসলামী আকীদার পরিচয় বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব



## ইসলামী আকীদা-এর পরিচয়

এর আভিধানিক অর্থ: عقيدة

শব্দটি (عقد) “আকদুন” মূলধাতু থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। যেমন বন্ধন অর্থে কুরআনুল কারীমে ব্যবহার হয়েছে। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْدُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

এবং তোমরা বিয়ের বন্ধনের সংকল্প করো না যতক্ষণ বিধান (অর্থাৎ ইদত) তার নির্দিষ্ট সময়ে না পৌঁছে। (সূরা বাকারা: ২৩৫)

যেমন গিরা অর্থে কুরআনুল কারীমে ব্যবহার হয়েছে। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي

এবং আমার জিহবার থেকে গিরা (জড়তা) খুলে দাও। (সূরা ত্বহা: ২৭)

ভাষাবিদ ইবনু ফারিস এ শব্দের অর্থ বর্ণনা করে বলেন- (ع-ق-ا) ধাতুটির মূল অর্থ একটিই- দৃঢ়করণ, দৃঢ়ভাবে বন্ধন, ধারণ বা নির্ভর করা। শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এই অর্থ থেকেই গৃহীত। (মু’জামু মাকায়িসিল লুগাহ, ৪/৮৬)

কুরআনুল কারীমে উক্ত অর্থে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন-

لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْثَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْثَانَ

আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা দৃঢ়ভাবে বন্ধন কর বা বাঁধো। (সূরা মায়িদা: ৮৯)

## এর পারিভাষিক অর্থ: عقيدة

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আকীদার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন-

العقائد هي الخصال التي اخذ الناس و يقيم عليها

অর্থাৎ আকীদা মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে বলা হয় যা তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এবং তার উপর জান-প্রাণ দিতে অটল থাকে। (আকিদাতুত ত্বাহী বাংলা, পৃ: ৫)

২. আধুনিক ভাষাবিদ ড. ইব্রাহিম আনিস ও তার সঙ্গীগণ কর্তৃক সম্পাদিত 'আল মুজামুল ওয়াসিত' গ্রন্থে বলা হয়েছে-

العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدي معتقده

“আকীদা অর্থ এমন বিধান বা নির্দেশ যা বিশ্বাস অনুসারে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ রাখে না” (আল মুজামুল ওয়াসিত, ২/৬/১৪)

৩. ৮ম শতকের প্রসিদ্ধ অভিধানবেত্তা আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল ফাইউমী (৭৭০ হি) তাঁর আল-মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থে লিখেছেন:

العقيدة ما يدين الإنسان به و له عقيدة حسنة سالمة

‘মানুষ ধর্ম হিসেবে যা গ্রহণ করে তাকে ‘আকীদা’ বলা হয়। (বলা হয়ে থাকে) তার ভালো আকীদা আছে, অর্থাৎ তার সন্দেহমুক্ত বিশ্বাস আছে।’ (আল-মিসবাহুল মুনীর ২/৪২১)



## ইসলামী আকীদার পরিচয়

العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وبما جاء في القرآن الكريم، والسنة الصحيحة من أصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح

অর্থাৎ, ইসলামী আকীদা বলতে বুঝায়, মহান প্রভুর প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর উলূহিয়াত, গুণবাচক নামসমূহ ও তার সিফাতসমূহকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, নবী-রাসূলগণ, তাঁদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, তাক্বদীরের ভাল-মন্দ ও কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনের মৌলিক বিষয় ও অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কিত সংবাদসমূহ ইত্যাদি এবং যে সব বিষয়াদির উপর সালাফে সালাহীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন তার প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। (আল-ওয়াজিয ফি আকিদাতিত সালাফ, পৃ: ৩০)

## ইসলামী আকীদার আলোচ্য বিষয়

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْهُوَ مِنْكُمْ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَبْعًا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (২৮৫)

অর্থ: রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(বাকারা: ২৮৫)

হাদিস শরীফে এসেছে-

[عن عمر بن الخطاب:] الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسوله، وتؤمن بالجنة والنار، والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- ঈমান হলো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস করা এবং জান্নাত-জাহান্নাম ও মিযানের প্রতি বিশ্বাস করা এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা।

(সহীহুল জামী, হাদীস নং- ২৭৯৮)

যেহেতু ইলমুল আকীদার আলোচনা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে, তাই উক্ত আয়াত ও হাদীসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা মৌলিক ৬টি বিষয় দেখি-

১. 'আল-উলূহিয়াহ' (الالهية: Godhead, Godhood, Divinity) অর্থাৎ মহান আল্লাহর সত্তা, বিশেষণ, মর্যাদার প্রতি বিশ্বাস।
২. 'আল-মালায়িকাহ' (الملائكة: The Angel) অর্থাৎ ফেরেস্টাগণের প্রতি বিশ্বাস।
৩. 'আন-নুবুওয়াত' (النبوة: Prophecy, Prophethood) অর্থাৎ নবীগণের প্রতি বিশ্বাস।
৪. 'আল-কুতুব' (الكتب: The divine books) অর্থাৎ কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস।
৫. 'আল-আখিরাহ' (الآخرة : The hereafter, the life after death, judgment day) অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জীবন, কবর, পুনরুত্থান, বিচার, জান্নাত, জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস।
৬. 'আত-তাকদীর' (التقدير: the Fate) অর্থাৎ তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস।

### ইসলামী আকীদার গুরুত্ব

ইসলামী আকীদার গুরুত্ব আমরা তিনভাবে জানতে পারি-

১. বিশুদ্ধ আকীদা ও ঈমানের গুরুত্ব।
২. বিশুদ্ধ ঈমান বিনষ্টকারী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব।
৩. ভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর

### বিশুদ্ধ আকীদা ও ঈমানের গুরুত্ব:

সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতার চাবিকাঠি ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। সঠিক বিশ্বাস তথা ঈমান মানুষকে সফলতার শীর্ষে তুলে দেয় এবং তার জীবনকে করে অনাবিল শান্তিময় ও আনন্দময়। আর ঈমান ও কর্মের নাম ইসলাম। বিশুদ্ধ ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি মানুষ আল্লাহ তায়ালার যত ইবাদত ও গুণকীর্তন করে সব কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো বিশুদ্ধ ঈমান। তাতে কোনো প্রকার কুফর বা শিরক থাকতে পারবে না। একথা মহান আল্লাহ তা'আলা কোরআনের বহু স্থানে বলেছেন।

যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মুমিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (সূরা বনি ইসরাইল: ১৯)

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে, পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে। (সূরা মুমিন: ৪০)

অনুরূপভাবে ইহলৌকিক জীবনে আল্লাহ তায়ালায় নিয়ামত, বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্যও বিশুদ্ধ ঈমান শর্ত। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। (সূরা নাহল: ৯৭)

যে রূপ দুনিয়াতে বরকত লাভের জন্য এমন শর্ত অনুরূপ যদি ঈমান না থাকে তাহলে তার শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের কারণে। (সূরা আরাফ: ৯৬)

আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্য এবং বন্ধুত্ব লাভের জন্যও ঈমান শর্ত।

যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে। (সূরা ইউনুস: ৬২,৬৩)

## বিশুদ্ধ ঈমান বিনষ্টকারী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালায় অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালায় প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও বিস্তারিত বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য ঐশী বাণীর জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। এ কারণে কোরআন-হাদিসের আলোকে ইসলাম ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি ও আরকান ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা অসম্ভব। যেকোনভাবে ঈমান অর্জন করা জরুরি, সেরূপভাবে তা সংরক্ষণ করাও জরুরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের যুগের অনেক নবীর উম্মাত তাদের সত্য বাণীর মাধ্যমে ঈমান অর্জন করেছে। কিন্তু তারা ঈমান সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ঈমান বিধ্বংসী বিষয়াবলী চিহ্নিত করতে না পারার কারণে নিজেদের ঈমান সংরক্ষণ করতে পারেনি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ইহুদি, নাসারা ও আরব কাফেরদের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা সকলেই নিজেদেরকে খাঁটি নির্ভেজাল মুমিন হিসেবে বিশ্বাস করতো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আনীত ধর্মকে তারা তাদের ঈমান ও পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া ধর্ম বিনষ্টকারী মনে করতো। যার ফলে তারা ইসলামকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু তারা এ বিষয়টি বুঝতে পারেনি যে, তাদের ঈমানকে কুফর ও শিরক গ্রাস করে বিনষ্ট করে দিয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ তায়ালায় ইবাদত করতো এবং অনেক সৎকার্য সম্পাদন করতো। কিন্তু তারা এ কথা জানতো না বা জানলেও বিশ্বাস করত না যে, আল্লাহ তায়ালা তো কুফর, শিরক মিশ্রিত ইবাদত কবুল করেন না। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِسْلَامِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মায়দা: ৫)

অন্যত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্যে করে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَنْ أَشْرُكَتَ لِيَحْبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন) যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (সূরা যুমার: ৬৫)

সুতরাং ঈমান বিধ্বংসী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলোর কারণ এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মাতদের বিভ্রান্তির কারণ ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত হওয়া অতীব জরুরী।

### ভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম যে সকল কর্ম করেননি সে সকল কর্ম সম্পাদন করা ইবাদত ও বুর্জুগী মনে করার অর্থ এ দাড়াই যে নিশ্চয় তাঁর সুন্নত অপূর্ণ। অনুরূপ আকীদার ক্ষেত্রে তিনি যা বলেননি তাকে ইসলামী আকীদা হিসেবে গণ্য করাও তার সুন্নতকে অবজ্ঞা ও অপূর্ণ মনে করার নামান্তর। এমনটি করা পাপ বৈ কিছুই নয়। কর্মের ক্ষেত্রে পাপ না থাকলেও আকীদার ক্ষেত্রে এরূপ সুন্নত বিরোধিতার কারণে সে পাপী বলেই গণ্য হবে। এ ধরনের ব্যক্তির আকীদা বিভ্রান্তিকর হওয়ার কারণে সে জাহান্নামী হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন-

[عن عبدالله بن عمرو:] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملةً، وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملةً، كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই বনী-ইসরাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত (আকীদাগতভাবে) ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম রা. প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দলটি কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন- আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে রীতিনীতির উপর রয়েছি। (করহুস সুন্নাহ- ১/১/৮৫)

উপরিউল্লিখিত হাদীসে কয়েকটি বিষয় বোঝা যায়-

১. হাদীসে বর্ণিত ৭৩ থেকে দলের মধ্যে কেবলমাত্র একদল জান্নাতি হবে। আর অবশিষ্ট ৭২ দল জাহান্নামী। অবশ্য তারা কাফের নয় বরং আকীদার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকার কারণে পাপী হয়েছে। যার ফলে পাপের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে। হ্যাঁ যদি তার ত্রুটিযুক্ত আকীদা কুফরি হয় তবে তা ভিন্ন কথা।

২. ইসলামী শরীয়ত ও আকীদার ক্ষেত্রে সকল সাহাবীই সত্যের মাপকাঠি।

৩. আকীদার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রা. কি আকীদা পোষণ করেছেন তা জানা সকল মুসলমানের অত্যাবশ্যক। ইসলামী শরীয়ার সর্বক্ষেত্রে হুবহু তাদের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী।

সুতরাং সকল মুসলমানের জন্য সঠিক আকীদা ও বিভ্রান্তিকর আকীদা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। (আকিদাতুত ত্বাহবী বাংলা, ইসলামিয়া কুতুবখানা-পৃ: ৯-১১)



## ঈমান ও আকিদার মধ্যে পার্থক্য:

'আকিদা' শব্দটি প্রায়ই ঈমান ও তাওহিদের সঙ্গে গুলিয়ে যায়। অস্বচ্ছ ধারণার ফলে অনেকেই বলে ফেলেন, আকিদা আবার কি? আকিদা বিশুদ্ধ করারই বা প্রয়োজন কেন? ঈমান থাকলেই যথেষ্ট। ফলে দ্বীন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এক বড় ধরনের অপূর্ণতা সৃষ্টি হয়, যা প্রায়ই মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়। এ জন্য ঈমান ও আকিদার মধ্যকার সম্পর্ক ও পার্থক্য স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো:

১. ঈমান সমগ্র দ্বীনকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর আকিদা দ্বীনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।
২. আকিদার তুলনায় ঈমান আরও ব্যাপক পরিভাষা। আকিদা হলো কিছু ভিত্তিমূলক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। অন্যদিকে ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়; বরং মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলনকে অপরিহার্য করে দেয়। সুতরাং ঈমানের দুটি অংশ। একটি হলো অন্তরে স্বচ্ছ আকিদা পোষণ। আরেকটি হলো বাহ্যিক তৎপরতায় তার প্রকাশ। এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত যে কোনো একটির অনুপস্থিতি ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়।
৩. **আকিদা হলো ঈমানের মূলভিত্তি।** আকিদা ব্যতীত ঈমানের উপস্থিতি তেমন অসম্ভব, যেমনিভাবে ভিত্তি ব্যতীত কাঠামো কল্পনা করা অসম্ভব।
৪. আকিদার দৃঢ়তা যত বৃদ্ধি পায় ঈমানও তত বৃদ্ধি পায় ও মজবুত হয়। আকিদায় দুর্বলতা সৃষ্টি হলে ঈমানেরও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, আমলের ক্ষেত্রেও সে দুর্বলতার প্রকাশ পায়। যেমনিভাবে রাসূল (সা.) বলেন- 'মানুষের হৃদয়ের মধ্যে একটি গোশতপিণ্ড- রয়েছে, যদি তা পরিশুদ্ধ হয় তবে সারা শরীর পরিশুদ্ধ থাকে, যদি তা কদর্যপূর্ণ হয় তবে সারা শরীরই কদর্যপূর্ণ হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম- ১৫৯৯)
৫. বিশুদ্ধ আকিদা বিশুদ্ধ ঈমানের মাপকাঠি, যা বাহ্যিক আমলকেও বিশুদ্ধ করে দেয়। যখন আকিদায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় তখন ঈমানও বিভ্রান্তিপূর্ণ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালাহিনের অনুসরণ করা হয় এজন্য যে, তারা যে আকিদার অনুসারী ছিলেন তা ছিল বিশুদ্ধ এবং কোরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এজন্যই তারা ছিলেন খালেস ঈমানের অধিকারী এবং পৃথিবীর বুকে উত্থিত সর্বোত্তম জাতি। অন্যদিকে মুরজিয়া, খারেজি, কাদরিয়াসহ বিভিন্ন উপদল আকিদার বিভ্রান্তির কারণে তাদের ঈমান যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি তাদের কর্মকাণ্ড নীতিবিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এভাবেই আকিদার অবস্থান পরিবর্তনের কারণে ঈমানের অবস্থানও পরিবর্তন হয়ে যায়। আকিদা সঠিক হওয়ার উপরই ঈমান ও আমলের যথার্থতা নির্ভরশীল। তাই সবকিছুর আগে আকিদার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করাই একজন মুসলিমের প্রথম ও অপরিহার্য দায়িত্ব। আজকের পৃথিবীতে যখন সংঘাত হয়ে উঠেছে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক, তখন একজন মুসলমানের জন্য স্বীয় আকিদা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক বেড়েছে। কেননা হাজারও মাজহাব - মতাদর্শের দ্বিধা- সঙ্কটের ধ্বংসাত্মক, দুর্বিষহ জঞ্জালকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে সত্যের দিশা পাওয়া এবং সত্য ও স্বচ্ছ দ্বীনের দিকে ফিরে আসা বিশুদ্ধ আকিদা অবলম্বন ব্যতীত অসম্ভব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব মুসলিম ভাইবোনকে সঠিক আকিদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছ ঈমানের ওপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন ও যাবতীয় শিরকি ও জাহেলি চিন্তাধারা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। আমিন !